আসরে নাচতে গিয়ে পড়ে মৃত্যু অন্তঃসত্তা নাচনীর

পুরুলিয়া হসপাতালে নাচনীরা। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়ায় আসরে নাচতে গিয়ে পড়ে মৃত্যু হল এক নাচনীর। ঘটনায় ওই নাচনীর প্রতি অবহেলা এবং নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে নাচনীর রসিকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্ত রসিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণের দাবি তুলেছে মানভূম লোক সংস্কৃতি নাচনী উন্নয়ন সমিতি। নাচনী উন্নয়ন সমিতি ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মৃতা ওই নাচনীর নাম সুমাদেবী মাহাতো(২৫)। বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম থানার বরাগ্রামের বাসিন্দা মৃতা নাচনীর বাবা গঙ্গাধর মন্ডল জানান, প্রায় ১০ থেকে ১২বছর আগে পুরুলিয়ার বরাবাজার থানার ভেলাইডি গ্রামের রসিক (নাচনীর ভরণপোষণকারী) সঞ্জয় মাহাতো তাঁর মেয়ে সুমাকে নাচ করার জন্য নিয়ে আসেন। তখন থেকে তাঁর কাছেই থাকত সে। মেলা ও পার্বণ উপলক্ষ্যে ঝাড়খন্ড ও বাংলার বিভিন্ন আসরে টাকার বিনিময়ে রসিকের হয়ে নাচনীর নাচ দেখাত তার মেয়ে। ওইরকমই একটি নাচের বায়না ধরেছিল রসিক সঞ্জয় মাহাতো।

শিবরাত্রির মেলা উপলক্ষ্যে সোমবার রাতে পুরুলিয়া জেলা সীমান্তে ঝাড়খন্ড রাজ্যের পূর্ব সিংভূম জেলার বাঙুরদা চরকাপাথরে নাচনী নাচের অনুষ্ঠান ছিল। গঙ্গাধরবাবুর অভিযোগ, তাঁর মেয়ে কয়েকমাস ধরে খুব অসুস্থ ছিল বলে এইদিনের আসরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু ওই আসরে নাচের জন্য উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে রসিক অগ্রীম টাকা নিয়েছিল বলেই মেয়েকে নাচতে বাধ্য করা হয়েছিল। আর সেই কারণেই মৃত্যু হয়েছে সুমাদেবীর। তিনি বলেন, নাচতে গিয়ে গভীর রাতে আসরের উপরেই পড়ে যায় সুমা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিকটবর্তী বলরামপুরে বাঁশগড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে চিকিৎসকেরা পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন সুমাদেবীকে। রাস্তাতেই মারা যান তিনি। মঙ্গলবার তাঁর মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করানো হয়। বর্তমানে মৃতার একটি মেয়ে রয়েছে। এই ঘটনার পর মানভূম লোকসংস্কৃতি উন্নয়ন সমিতির সম্পাদিকা তথা জেলার প্রসিদ্ধ নাচনী পস্তুবালাদেবী বলেন, সোমাদেবী অন্তসত্ত্বা থাকার পাশাপাশি খুবই অসুস্থ ছিলেন। ওই অবস্থায় তাঁকে জোর করে নাচতে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই অভিযোগের তদন্ত করে পুলিশ প্রশাসনকে অভিযুক্ত রসিকের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

তবে এই ঘটনা সম্পর্কে কোনরকম কথা বলতে চাননি তাঁর রসিক সঞ্জয় মাহাতো।

ভুল চিকিৎসার শিকার ফারজানার পাশে জেলা কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ভুল চিকিৎসার জন্য হাত বাদ হয়ে যাওয়া নিয়ে যদি ফারজানার পরিবার আইনের দ্বারস্থ হন তবে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন পুরুলিয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা বাঘমুন্ডির বিধায়ক নেপাল মাহাতো। পেটে ব্যথার চিকিৎসায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্ত হাত কেটে বাদ দিতে হয়েছে বলে পুরুলিয়ার সাঁতুড়ি গ্রামের কিশোরীর পরিবার সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন। সোমবার সাঁতুড়ি থানার ভেটি গ্রামে গিয়ে হাতবিচ্ছিন্না কিশোরী ফারজানা নাজের সঙ্গে দেখা করেন নেপালবাবু। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী ফারজানার বাবা আব্দুল সাদিকের অভিযোগ, এই ঘটনার পর ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও স্বাস্থ্যদফতর থেকে সে ব্যাপারে কিছুই ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। নেপালবাবু ওই কিশোরীর ভবিষ্যত নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তার পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেন, যদি তাঁরা এই ঘটনা নিয়ে আইন আদালতের পথে যেতে চান তাহলে তিনি তাঁদের সব ধরণের সহায়তা করবেন। তাঁর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন কিশোরীর বাবা আব্দুল সাদিক। নেপালবাবু বলেন, রাজ্যের সরকারি হাসাপাতালগুলি মানুষকে কী ধরণের পরিষেবা দিচ্ছে এই ঘটনা তারই প্রমাণ। প্রসঙ্গত, গত ৩০ জানুয়ারি পেট ব্যথার উপস্বর্গ নিয়ে বাবার সাথে স্থানীয় মুড়াডি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়েছিল ফারজানা। সেই সময় তার দুটি হাতে দুটি ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তব্যরত নার্সেরা।

কিন্তু তার পরেই ফারজানার বাঁ হাতে অসহ্য যন্ত্রণা ও জ্বালা শুরু হয়। হাত নীল হয়ে যায় তার। এরপর উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য ফারজানাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও পরে পি জি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও ভালো না হওয়ায় মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের হাসপাতালে যেতে হয় আব্দুল সাদিককে। সেখানে বিকল্প উপায় না থাকায় কিশোরীর বাম হাত কেটে বাদ দিতে হয়।

এই ঘটনার পর ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তোলে কিশোরীর পরিবার। যদিও জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অনিল দত্ত বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তের কাজ চলছে। পাশাপাশি ফারজানার কৃত্রিম হাত লাগানোর ব্যাপারেও স্বাস্থ্য দফতরের সহায়তার কথা বলেছেন তিনি।

লরি ঢুকে গেল চিকিৎসালয়ে, জখম ৪

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ মঙ্গলবার বিকালে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ চেকপোস্টে লরির ধাক্কায় চারজন জখম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন মোটরবাইক আরোহী এবং বাকি দুজন পথচারী। এইদিন বিকালে গড়বেতার দিক থেকে একটি লরি বিষ্ণুপুরের দিকে আসছিল। অপরদিকে, জিয়াবাঁদির দিক থেকে দুজন শিক্ষক একটি মোটরবাইকে আসছিলেন। তাঁরা ৬০নং জাতীয় সড়কে উঠতেই তাঁদেরকে লরিটি ধাক্কা মারে। পরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি স্থানীয় একটি চিকিৎসালয়ে ঢুকে যায়। মোটরবাইক আরোহী দুই শিক্ষকসহ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা অপর দুই ব্যক্তিও জখম হন। প্রত্যেককেই প্রথমে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদেরকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, লরি আটক হয়েছে, চালক পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এইদিন বিকালে স্কুল ছুটির পর জিয়াবাঁদি স্কুলের শিক্ষক রাজীব দে ও তাহের মন্ডল মোটর বাইকে করে বাঁকাদহে তাঁদের বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথেই ৬০নং জাতীয় সড়কে লরির ধাক্কায় তাঁরা জখম হন। লরিটি চিকিৎসালয় ভেঙে ঢুকে পড়লে সেখানে স্থানীয় ধানশোল গ্রামের দুই বাসিন্দাও জখম হন।

গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ অগ্নিদগ্ধ হয়ে এক গৃহবধূর মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে রহস্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ার জয়পুর থানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই বধূর নাম রূপালী মাহাতো (২৩)। জয়পুর থানার ডাহিটাঁড় গ্রামে তাঁর শ্বশুর বাড়ি। সোমবার রাতে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে জয়পুরের বাঘলতা থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে। এই ঘটনায় মৃতার শাশুড়ি পুলিশকে জানিয়েছেন, ওই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে রূপালী নিজের গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে কী কারণে রূপালীদেবী আত্মহত্যা করেছেন তার সদুত্তর দিতে পারেননি শাশুড়ি। প্রতিবেশীদের একাংশ বলছেন, ফাঁকা বাড়িতে জলজ্যান্ত একটি মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেলেও কোনো চিৎকার বা আর্তনাদের আওয়াজ না পাওয়ায় ঘটনার পিছনে রহস্যের গন্ধ তাঁরা পাচ্ছেন। তবে প্রকৃত কী কারণে রূপালীদেবী মারা গিয়েছেন তা জানতে মঙ্গলবার পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করানো হয়েছে।

দাবিতে সরব কর্মচারী ফেডারেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, পে-কমিশনের রিপোর্ট দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ ইত্যাদি একাধিক দাবিতে সরব হলেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের একাংশ। মঙ্গলবার সোনামুখীতে সরকার পন্থী সংগঠন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারি কর্মচারী ফেডারেশন' এর বাঁকুড়া জেলা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই তাঁরা এই বিষয়ে সরব হন। এইদিন সোনামুখীতে কৃষি ও সেচদফতরের সভাকক্ষে আয়োজিত এই কনভেনশনে নিজেদের দাবিদাওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কর্পোরেট বিদ্বেষের ভূয়সী প্রশংসা করেন কর্মচারীরা। তাঁরা বলেন, বেসরকারি হাসপাতাল থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থাগুলি মানুষকে ঠকিয়ে মুনাফার পাহাড় তৈরি করছে। অন্যদিকে, গরিব মানুষকে চিকিৎসা ও অন্যান্য পরিষেবার নাম করে সর্বশান্ত করছে। কোনও কালেই তাদের উপর সেভাবে নজরদারি চালানো হয়নি। তাই দিনের পর দিন ওরা লোক ঠকানোর কারবার চালিয়ে এসেছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের এই বেআইনি কারবারের বিরুদ্ধে যেভাবে সোচ্চার হয়েছেন, তা প্রশংসার যোগ্য। তাঁর এই উদ্যোগের ফলে কর্পোরেট হাউসগুলি আশা করা যায় এবার থেকে সতর্ক হবে। এতে সরকারি কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। এইদিনের কনভেনশনে প্রায় তিনশো জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের মেন্টর গ্রুপের আহ্বায়ক মনোজ চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় কোর কমিটির সদস্য শ্যামল দে, কমিটির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বাঁকুড়ার সোনামুখী কলেজে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার সোনামুখীতে ' মাইক্রো ফিনান্স রুরাল লাইভলিহুড ডাইভারসিফিকেশন' বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোনামুখী কলেজের বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত জাতীয় স্তরের এই সেমিনারে মাইক্রোফিনান্স বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সোমবার শুরু হয়ে মঙ্গলবার সেমিনারটি শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী, উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধ্যাপক রাজকিশোর পান্ডা সহ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়ার ওন্দার যাদবনগরে ফের এক নাবালিকরা বিয়ে বন্ধ করল প্রশাসন। সোমবার ওই গ্রামের সর্দার পাড়ায় গিয়ে প্রশাসনির আধিকারিকেরা পাত্রীপক্ষকে বুঝিয়ে বিয়ে বন্ধ করান। জানা গিয়েছে, প্রায় ১৬ বছরের ওই নাবালিকা খুব ছোটবেলাতেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তার পরিবারও অত্যন্ত গরিব। সেই কারণেই মেয়েকে পড়াতে পারেননি তাঁর বাবা ও মা। তাই বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল। ঘটনার খবর কোনোরকমে জানতে পারেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। সোমবার পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়ে হাজির হন স্থানীয় থানার পুলিশ ও চাইল্ড লাইন প্রতিনিধিরা। প্রথমের দিকে, পাত্রীপক্ষ বিয়ে বন্ধ করতে না চাইলেও অল্প বয়সেই বিয়ের দরুণ কি কি অসুবিধা হতে পারে তা বোঝানোর পর তারা রাজি হন। পাত্রীপক্ষের তরফ থেকে মুচলেকাও নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বাঁকুড়ার চাইল্ড লাইন কোঅর্ডিনেটর সজল শীল বলেন, যাদবনগরেই গত শনিবার ১৬ বছরের এক ছাত্রীর বিয়ে আটকানো হয়েছিল। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে দুজন নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টার ঘটনা থেকে ফুটে উঠেছে যে যাদবনগরে ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রের কারণে অনেক মেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিচ্ছে। পড়াশোনা ছাড়িয়ে বাড়ি থেকেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গ্রামবাসীরা এই অভিমত প্রকাশ করে এই বিষয়ে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে জন্মতিথি পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৮২তম জন্মতিথি বাঁকুড়ার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল। এইদিন মূল মন্দিরে ভোরে মঙ্গলারতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অর্চনা শুরু হয়। এরপর অসংখ্য ভক্তসমাগমে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। এই মঠের স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ মহারাজ বলেন, এইদিন আশ্রমে বেদ ও চন্ডীপাঠ, বাউল, ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া বেশ কয়েকহাজার ভক্তকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন ভোর থেকেই অসংখ্য ভক্ত মঠে জরো হন। মঠে তিলধারণের জায়গা পর্যন্ত ছিল না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে একটি ধর্মসভাও অনুষ্ঠিত হয়।

বিয়ে বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ প্রশাসনের তৎপরতায় আরও এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হল পুরুলিয়ায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওই নাবালিকার বাড়ি পুরুলিয়ার ১নং ব্লকের চাকদা গ্রামে। পুরুলিয়া জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন বিভাগের কোঅর্ডিনেটর দীপঙ্কর সরকার জানান, ওই নাবালিকা বর্তমানে পুরুলিয়ার ভাটপাড়া এলাকার একটি স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তার সঙ্গে পুরুলিয়া ২নং ব্লকের রাঘবপুরের একটি ছেলের সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে ঠিক করেছিলেন তার বাব মা। আগামী ৩মার্চ বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কয়েকদিন আগে ওই ছাত্রীটি নিজেই প্রশাসনকে বিয়ে আটকানোর অনুরোধ জানিয়েছিল। সেইমতো মঙ্গলবার পুরুলিয়া ১ নং ব্লকের বিডিও দিব্যজ্যোতি দাস ও দীপঙ্করবাবু তাঁর বিভাগের দুই কর্মী ও পুরুলিয়ার মফস্বল থানার পুলিশ বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বলে বিয়ে বন্ধ করেন। তারপর পরিবারের কাছ থেকে একটি মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হয় এবং পুলিশ প্রশাসন ও আধিকারিকের সামনে বিয়ের প্যান্ডেল খুলে ফেলা হয়।

বালি পাচার করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ সোমবার সন্ধ্যায় বালি পাচার করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ল একটি বেআইনি বালি বোঝাই ডাম্পার। পুরুলিয়ার মানবাজারে ডাম্পারটি ধরা পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অতিরিক্ত বালি বোঝাই করে দুটি ডাম্পারকে যেতে দেখে মানবাজারের মানভূম মহাবিদ্যালয়ের কাছে সেদুটিকে আটকে দেন কয়েকজন স্থানীয় মানুষ। তারপরই খবর দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরে। ওই দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে বালি পাচার করতে যাওয়ার অভিযোগে ২৫হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ডাম্পারদুটিকে।
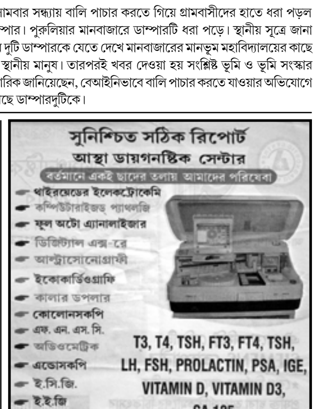
নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ মঙ্গলবার বাঁকুড়ার শালতোড়া থানা চত্বরে একটি শিশুউদ্যানের শুভ উদ্বোধন হল। শালতোড়া থানা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় এবং জেলা পুলিশের সহযোগিতায় গড়ে তোলা এই শিশুউদ্যানের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার সুখেন্দু হিরা। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিশু ও তাদের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে তিনি এই শিশুউদ্যানের উদ্বোধন করেন। এই প্রসঙ্গে সুখেন্দুবাবু বলেন, পুলিশের সামাজিক সংযোগ কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ওন্দা থানাতেও এই ধরণের একটি শিশুউদ্যান গড়ে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে তা শিশুদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। শালতোড়া থানাতেও এই শিশুউদ্যান শিশুদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠবে বলে জেলা প্রশাসন মনে করছে। শালতোড়া থানার উদ্যোগে এইদিন একটি রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। স্বেচ্ছায় রক্তদানের বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহিত করতে প্রচার চালানো হয়।